[২০১৯] ৯ এস. সি. আর. ১১৪০

ব্রাহ্মণী নদী পেলেটস লিমিটেড

বনাম

কামাচি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

(২০১৯-এর দেওয়ানি আপিল নং, ৫৮৫০)

২৫শে জুলাই, ২০১৯

[আর. বানুমথি এবং এ. এস. বোপান্না, বিচারপতিদ্বয়]

সালিশি এবং সামঝতা আইন, ১৯৯৬ – ধারা ২(১)(ই), ২(২), ১১(৬), এবং ২০ – আপিলকারী প্রতিপক্ষের সাথে ৪০,০০০ ডাবলু এম টি (ওয়েট মেট্রিক টন) আয়রন অর পেলেটের বিক্রয়ের জন্য একটি চুক্তিতে প্রবেশ করেছিল এফ ও বি শর্তে – মূল্য এবং পরিশোধ শর্ত নিয়ে বিরোধ সৃষ্টি হয় – প্রতিপক্ষ ক্ষতিপূরণ দাবি করে অভিযোগ করে যে, তাদেরকে আয়রন অর পেলেটগুলি অন্য উৎস থেকে উচ্চ মূল্যে ক্রয় করতে হয়েছে – আপিলকারী ক্ষতিপূরণ প্রদানের দায়িত্ব অস্বীকার করে – প্রতিপক্ষ মাদ্রাজ হাই কোর্টে একক আর্বিট্রেটর নিয়োগের জন্য ১১(৬) ধারা অনুযায়ী একটি পিটিশন দায়ের করে – আপিলকারী হাই কোর্টের বিচারিক ক্ষমতা চ্যালেঞ্জ করে যে, পক্ষগুলি সম্মত হয়েছে যে আর্বিট্রেশনের আসন ভুবনেশ্বর হবে এবং অতএব, শুধুমাত্র উড়িষ্যা হাই কোর্টের একমাত্র অধিকার থাকবে আর্বিট্রেটর নিয়োগের জন্য – হাই কোর্ট আপত্তিকর আদেশে মাদ্রাজ হাই কোর্টের প্রাক্তন বিচারককে একক আর্বিট্রেটর হিসেবে নিয়োগ করে – আপিলের পর, সিদ্ধান্ত: ধারা ২(২)-এর অনুযায়ী, পার্ট-১ ভারতেই যেখানে আর্বিট্রেশন স্থল থাকবে সেখানে প্রযোজ্য হবে – ধারা ২(১)(ই) "কোর্ট"-এর সংজ্ঞা প্রদান করে যা পার্ট-১-এর সাথে সম্পর্কিত এবং আর্বিট্রেশনের স্থল নির্ধারণ করবে – আরও, ধারা ২(১)(ই)-এর অধীনে, যদি "মামলার বিষয়বস্তু" একাধিক আদালতের সালিশের এখতিয়ার-এর মধ্যে থাকে, তবে পক্ষগুলি এক বা একাধিক সক্ষম আদালতের মধ্যে একটি আদালত নির্ধারণে সম্মত হতে পারে – ধারা ২০-এর অধীনে, পক্ষগুলি আর্বিট্রেশনের স্থান সম্পর্কে সম্মত হতে স্বাধীন – পক্ষের স্বাধীনতা এমনভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে যাতে তারা দুটি বা তার বেশি সক্ষম আদালতের মধ্যে একটি আদালত নির্ধারণ করে যেখানে বিচারিক ক্ষমতা রয়েছে – যখন চুক্তিতে নির্দিষ্ট আদালতের বিচারিক ক্ষমতা উল্লেখ করা হয়, কেবল সেই আদালতেরই বিষয়টি দেখার অধিকার থাকবে – বর্তমান মামলায়, পক্ষগুলি সম্মত হয়েছে যে আর্বিট্রেশনের "ভেন্যু" ভুবনেশ্বরে হবে – পক্ষগুলির ভুবনেশ্বরকে আর্বিট্রেশনের স্থান

হিসাবে চুক্তির ভিত্তিতে, পক্ষগুলির উদ্দেশ্য ছিল অন্য সমস্ত আদালতকে বাদ দেওয়া – "একমাত্র বিচারিক ক্ষমতা", "শুধুমাত্র", "একচেটিয়া", "একলা" এর মতো শব্দগুলি ব্যবহার না করাও সিদ্ধান্তমূলক নয় এবং এতে কোনো গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য সৃষ্টি হয় না – যখন পক্ষগুলি সম্মত হয়েছে যে আর্বিট্রেশনের "ভেন্যু" ভুবনেশ্বরে হবে, মাদ্রাজ হাই কোর্ট ধারা ১১(৬)-এর অধীনে বিচারিক ক্ষমতা দাবি করে ভুল করেছে – যেহেতু শুধুমাত্র উড়িষ্যা হাই কোর্টেরই ১১(৬) ধারা অনুযায়ী পিটিশন গ্রহণ করার অধিকার থাকবে, আপত্তিকর আদেশটি বাতিল করা হয়েছে – পক্ষগুলিকে উড়িষ্যা হাই কোর্টে আর্বিট্রেটর নিয়োগের জন্য আবেদন করার স্বাধীনতা প্রদান করা হয়েছে।

শব্দ ও অভিব্যক্তি – "আসন", "ভেন্যু" – আলোচনা করা হয়েছে – সালিশি এবং সামঝোতা আইন, ১৯৯৬।

আপিলটি গ্রহণ করে, আদালত

বলেঃ ১.১ সালিশি এবং সামঝোতা আইন, ১৯৯৬-এর ধারা ২(২)-এর অনুযায়ী, পার্ট-১ ভারতের মধ্যে যেখানে আর্বিট্রেশন স্থল থাকে সেখানে সমস্ত আর্বিট্রেশনে প্রযোজ্য হবে। অ্যাক্টের ধারা ২(১)(ই) "কোর্ট"-এর সংজ্ঞা প্রদান করে যা পার্ট-১-এর সাথে সম্পর্কিত এবং আর্বিট্রেশনের স্থান নির্ধারণ করবে। [অনুচ্ছেদ ৯] [১১৪৭-এ]

১.২, **ব এ এল কে ও** মামলায় আদালত ধারা ২০(৩) এর প্রেক্ষিতে "আসন" এবং "ভেন্যু"-এর মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট করেছেন। অ্যাক্টের ধারা ২০(৩) পক্ষগুলিকে সম্মত স্থানে সভা, প্রক্রিয়া এবং শুনানি পরিচালনার অনুমতি দেয়। **বি এএলসিও** মামলায় আদালত বলেছিলেন যে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক আর্বিট্রেশন, যেটি ভারতের মধ্যে "আসন" স্থাপন করা, পক্ষগুলি পারস্পরিক সম্মতিতে ভারতের বাইরে আর্বিট্রেশন প্রক্রিয়া পরিচালনা করতে পারবে। তবে, এতে আর্বিট্রেশনের আসন পরিবর্তিত হবে না, যা এখনও ভারতে থাকবে। আদালত তখন একটি পরিস্থিতি কল্পনা করেন যেখানে আর্বিট্রেশন চুক্তি বিদেশী আসন নির্ধারণ করে এবং আর্বিট্রেশন প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য ১৯৯৬ সালের আর্বিট্রেশন আইনকে প্রযোজ্য হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে, এবং এমন পরিস্থিতিতে, পক্ষগুলির দ্বারা নির্ধারিত ভেন্যুতে আর্বিট্রেশন শুনানি পরিচালিত হলে, এতে আর্বিট্রেশনের আসন পরিবর্তিত হবে না, যা ভারতের মধ্যে থাকবে। [অনুচ্ছেদ ১১] [১১৪৭-ডি-এফ]

১,৩, আইনের ধারা ২ (১) (ই) "মামলার বিষয়" শব্দটির পরিপ্রেক্ষিতে "আদালত"-কে সংজ্ঞায়িত করে। আইনের ধারা ২ (আই) (ই) অনুসারে, যদি "মামলার বিষয়" দুই বা ততোধিক আদালতের সালিসী এখতিয়ারের মধ্যে অবস্থিত হয়, তবে পক্ষগুলি

উপযুক্ত আদালতগুলির মধ্যে একটিতে এখতিয়ার সীমাবদ্ধ রাখতে সম্মত হতে পারে। বালকোর অনুচ্ছেদ (৯৬)-এ, সুপ্রিম কোর্ট বলেছিল যে আইনের ২ (১) (ই) ধারার "বিষয়-বস্তু" শব্দটি সালিশ কার্যধারার উপর তত্ত্বাবধায়ক নিয়ন্ত্রণ থাকা আদালতকে চিহ্নিত করার জন্য। সুপ্রিম কোর্ট বলেছিল যে আইনের ২ (১) (ই) ধারার বিধানগুলি আইনের ২০ ধারার সাথে একত্রে পড়তে হবে যেখানে "সালিশের স্থান" হিসাবে পক্ষগুলির স্বায়ত্তশাসনকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। [অনুচ্ছেদ ১২] [১১৪৮-জি-এইচ; ১১৪৯-এ-বি]

১.৪ এই আইনের ধারা ২০ অনুসারে, পক্ষগুলি সালিশের স্থানের বিষয়ে একমত হতে স্বাধীন। দুই বা ততোধিক উপযুক্ত আদালতের মধ্যে যে আদালতের এখতিয়ার রয়েছে, সেই আদালতকে দলগুলির বেছে নেওয়ার প্রেক্ষাপটে দলের স্বায়ত্তশাসনকে বোঝাতে হবে। স্বস্তিক গ্যাস (পি) লিমিটেড বনাম ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিমিটেডের তিন বিচারপতির বেঞ্চের সিদ্ধান্তে এটি স্পষ্ট করা হয়েছে। [অনুচ্ছেদ ১৩] [১১৫০সি-ডি]

১.৫. যেখানে চুক্তিটি একটি নির্দিষ্ট স্থানে আদালতের এখতিয়ার নির্দিষ্ট করে, সেখানে কেবলমাত্র এই ধরনের আদালতের বিষয়টি পরিচালনা করার এখতিয়ার থাকবে এবং অন্যান্য সমস্ত আদালতকে বাদ দেওয়ার উদ্দেশ্যে পক্ষগুলি। বর্তমান ক্ষেত্রে, পক্ষগুলি একমত হয়েছে যে সালিশের "স্থান" হবে ভুবনেশ্বরে। পক্ষগুলির মধ্যে সালিশের স্থান হিসাবে ভুবনেশ্বরকে বিবেচনা করে, পক্ষগুলির অভিপ্রায় হল অন্যান্য সমস্ত আদালতকে বাদ দেওয়া। স্বস্তিকে যেমন বলা হয়েছে, "একচেটিয়া এখতিয়ার", "শুধুমাত্র", "একচেটিয়া", "একা" এর মতো শব্দের ব্যবহার নির্ণায়ক নয় এবং কোনও বস্তুগত পার্থক্য করে না। যখন পক্ষগুলি ভুবনেশ্বরে সালিশের "স্থান" রাখতে সম্মত হয়, তখন মাদ্রাজ হাইকোর্ট আইনের ১১ (৬) ধারার অধীনে এখতিয়ার গ্রহণ করতে ভুল করে। যেহেতু শুধুমাত্র উড়িষ্যা হাইকোর্টের আইনের ১১ (৬) ধারার অধীনে দায়ের করা পিটিশনটি গ্রহণ করার এখতিয়ার থাকবে, তাই বিতর্কিত আদেশটি বাতিল করা যেতে পারে। ফলস্বরূপ, মাদ্রাজ হাইকোর্টের বিতর্কিত আদেশটি বাতিল হয়ে যায় এবং এই আপিল অনুমোদিত হয়। পক্ষগুলি সালিশকারী নিয়োগের জন্য ওড়িশা হাইকোর্টে যাওয়ার স্বাধীনতা রাখে। [অনুচ্ছেদ ১৬-১৮] [১১৫৩-জি-এইছ; ১১৫৪-এ-সি]

ভারত অ্যালুমিনিয়াম কোম্পানি বনাম কাইজার অ্যালুমিনিয়াম টেকনিক্যাল সার্ভিসেস ইনকর্পোরেটেড (২০১২) ৯ এস. সি. সি ৫৫২: [২০১২] ১২ এস. সি. আর ৩২৭-অনুসরণ করা হয়েছে।

ইন্ডাস মোবাইল ডিস্ট্রিবিউশন প্রাইভেট লিমিটেড বনাম ডেটাওইন্ড ইনোভেশনস প্রাইভেট লিমিটেড এবং অন্যান্য (২০১৭) ৭ এসসিসি ৬৭৮ : [২০১৭] ৪ এসসিআর ৭৪৪; স্বস্তিক গ্যাসেস (পি) লিমিটেড বনাম ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিমিটেড (২০১৩) ৯ এসসিসি ৩২ : [২০১৩] ৭ এসসিআর ৫৮১ – নির্ভর করা হয়েছে।

ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া বনাম হার্ডি এক্সপ্লোরেশন অ্যান্ড প্রোডাকশন (ইন্ডিয়া) ইনক. (২০১৮) ৭ এসসিসি ৩৭৪ : [২০১৮] ৫ এসসিআর ৬৬২; ভাটিয়া ইন্টারন্যাশনাল বনাম বাল্ক ট্রেডিং এস.এ. এবং অন্য (২০০২) ৪ এসসিসি ১০৫ : [২০০২] ২ এসসিআর ৪১১; এনারকন (ইন্ডিয়া) লিমিটেড এবং অন্যান্য বনাম এনারকন জিএমবিএইচ এবং অন্য (২০১৪) ৫ এসসিসি ১ : [২০১৪] ২ এসসিআর ৮৫৫; রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড এবং অন্য বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া (২০১৪) ৭ এসসিসি ৬০৩ : [২০১৪] ৬ এসসিআর ৪৫৬ – উল্লেখ করা হয়েছে।

মামলা আইন প্রসঙ্গ

[২০১৭] ৪ এসসিআর ৭৪৪	**নির্ভর করা হয়েছে**	**অনুচ্ছেদ ৬**
[২০১৮] ৫ এসসিআর ৬৬২	**উল্লেখ করা হয়েছে**	**অনুচ্ছেদ ৬**
[২০১২] ১২ এসসিআর ৩২৭	**অনুসরণ করা হয়েছে**	**অনুচ্ছেদ ৭**
[২০০২] ২ এসসিআর ৪১১	**উল্লেখ করা হয়েছে**	**অনুচ্ছেদ ১০**
[২০১৩] ৭ এসসিআর ৫৮১	**নির্ভর করা হয়েছে**	**অনুচ্ছেদ ১৩**
[২০১৪] ২ এসসিআর ৮৫৫	**উল্লেখ করা হয়েছে**	**অনুচ্ছেদ ১৫**
[২০১৪] ৬ এসসিআর ৪৫৬	**উল্লেখ করা হয়েছে**	**অনুচ্ছেদ ১৫**

দেওয়ানী আপিল এখতিয়ারঃ দেওয়ানী আপিল নং ৫৮৫০ অব ২০১৯।

মাদ্রাস হাই কোর্টের ০২.১১.২০১৮ তারিখের অর্ডার ও জাজমেন্ট থেকে ও.পি. নং ৩৯৮ অব ২০১৮।

রতন কে. সিং, সুরজ প্রকাশ, মৃনাল লিতোরিয়া, রাজাত ভারদ্বাজ, মিসেস প্রিয়াঙ্কা সোলাঙ্কি, আইনজীবীগণ আবেদনকারীর পক্ষে।

এস. সন্তানাম স্বামীনাথন, মিসেস আর্থি রাজন, আইনজীবীগণ প্রতিপক্ষের পক্ষে।

আদালতের রায়টি **আর. বানুমথি, বিচারপতি** দ্বারা প্রদান করা হয়েছিল।

১, অনুমতি মঞ্জুর।

২. মাদ্রাজ হাইকোর্ট আরবিট্রেশন অ্যান্ড কনসিলিয়েশন অ্যাক্ট, ১৯৯৬-এর ধারা ১১ (৬)-এর অধীনে এখতিয়ার প্রয়োগ করতে পারে কিনা, যদিও চুক্তিতে এই ধারা রয়েছে যে সালিশের স্থান ভুবনেশ্বর হবে, এই আপিলের বিবেচনার জন্য প্রশ্ন।

৩. সংক্ষিপ্ত তথ্য যা এই আপিল দায়ের করার দিকে পরিচালিত করেছিল তা নিম্নরূপঃ-

আবেদনকারী এফওবি শর্তে ৪০,০০০ ডাব্লুএমটি (ওয়েট মেট্রিক টন) লৌহ আকরিক পেলেট বিক্রির জন্য উত্তরদাতার সাথে একটি চুক্তি করেছিলেন এবং ভুবনেশ্বরের লেটার অফ ক্রেডিটের মাধ্যমে অর্থ প্রদান করতে হবে। লোডিং বন্দরটি ছিল ধামরা বন্দর, ভদ্রক, ওড়িশা এবং গন্তব্য ছিল চেন্নাই/এন্নোর বন্দর, তামিলনাড়ু। মূল্য এবং অর্থ প্রদানের শর্তাদি নিয়ে পক্ষগুলির মধ্যে বিরোধ দেখা দেয় এবং আবেদনকারী উত্তরদাতার কাছে পণ্য সরবরাহ করেননি। উত্তরদাতা ক্ষতিপূরণের জন্য দাবি করেছিলেন যে তাকে অন্যান্য উত্স থেকে উচ্চ হারে লৌহ আকরিক পেলেট সংগ্রহ করতে হয়েছিল। আপিলকারী চুক্তিটি পরে সংশোধন করা হয়েছিল এবং উত্তরদাতা চুক্তির বস্তুগত শর্তাবলী লঙ্ঘন করেছে এবং এর ফলে পক্ষগুলির মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি হয়েছে বলে ক্ষতিপূরণ প্রদানের কোনও দায় অস্বীকার করেছেন।

৪. পক্ষগুলির মধ্যে চুক্তির ১৮ নং ধারায় একটি সালিশ ধারা রয়েছে যা নিম্নরূপঃ-

"১৮. সালিশ ভারতীয় সালিশ ও সমঝোতা আইন ১৯৯৬-এর অধীনে হবে এবং সালিশের স্থান হবে ভুবনেশ্বর।"

৫. ০৭.১০.২০১৬ '-এর উত্তরদাতা সালিশ ধারাটি আহ্বান করেছিলেন। আবেদনকারী সালিশকারী নিয়োগের জন্য সম্মত হননি। অতএব, উত্তরদাতা সালিশ ও সমঝোতা আইন, ১৯৯৬ (সংক্ষেপে আইন')-এর ধারা ১১ (৬)-এর অধীনে মাদ্রাজ হাইকোর্টের সামনে একমাত্র সালিশকারী নিয়োগের জন্য '২৪.০১.২০১৮'-এর উপর আবেদন করেছিলেন। আবেদনকারী মাদ্রাজ হাইকোর্টের এখতিয়ারকে চ্যালেঞ্জ করে পিটিশনটির বিরোধিতা করেছিলেন এই ভিত্তিতে যে পক্ষগুলি সম্মত হয়েছে যে সালিশের আসন ভুবনেশ্বর হবে এবং তাই কেবল উড়িষ্যা হাইকোর্ট

-এর সালিসকারী নিয়োগের একচেটিয়া এখতিয়ার রয়েছে। মাদ্রাজ হাইকোর্ট/আদালত বিতর্কিত আদেশের মাধ্যমে মাদ্রাজ হাইকোর্টের একজন প্রাক্তন বিচারককে একমাত্র সালিসকারী হিসাবে নিযুক্ত করে এই রায় দিয়ে যে পক্ষগুলির দ্বারা কেবল "আসন" উপাধি সালিশের আসন ব্যতীত অন্য আদালতের এখতিয়ারকে সরিয়ে দেয় না। হাইকোর্ট রায় দিয়েছে যে অন্যান্য আদালতের এখতিয়ার ব্যতীত কোনও এক্সপ্রেস ধারা না থাকলে মাদ্রাজ হাইকোর্ট এবং উড়িষ্যা হাইকোর্ট উভয়েরই সালিশ কার্যধারার উপর এখতিয়ার থাকবে। বিতর্কিত আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে, আবেদনকারী এই আবেদনটি পছন্দ করেছেন।

৬. আপিলকারীর পক্ষে আইনজীবী উপস্থাপন করেছেন যে, যখন পক্ষগুলো আর্বিট্রেশন স্থান/ভেন্যু নির্ধারণ করেছে, এটি সীটের মর্যাদা লাভ করে যা হলো বিচারিক সীট এবং সেজন্য শুধুমাত্র ওড়িশা হাই কোর্টের অধিকার থাকবে আইন অনুযায়ী। আইনজীবী আরও উল্লেখ করেন যে, মাদ্রাস হাই কোর্ট আইনের ধারা ১১(৬) এর অধীনে অধিকার লাভ করতে ভুল করেছে, যদিও ভুবনেশ্বর ছিল আর্বিট্রেশনের সীট। এই প্রসঙ্গে, ইন্ডাস মোবাইল ডিস্ট্রিবিউশন প্রাইভেট লিমিটেড বনাম ডেটাওইন্ড ইনোভেশনস প্রাইভেট লিমিটেড এবং অন্যান্য (২০১৭) ৭ এসসিসি ৬৭৮, ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া বনাম হার্ডি এক্সপ্লোরেশন অ্যান্ড প্রোডাকশন (ইন্ডিয়া) আই এন সি. (২০১৮) ৭ এসসিসি ৩৭৪ এবং অন্যান্য রায়ের ওপর নির্ভর করা হয়েছে। এই বিষয়টি তুলে ধরে বলা হয়েছে যে, হাই কোর্ট ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে চুক্তির ধারা (১৮) আর্বিট্রেশনের সীট ভুবনেশ্বরের আদালতের বাইরে অন্য আদালতের অধিকারকে অস্বীকার করে না। আইনজীবী বলেন যে, হাই কোর্ট ইন্ডাস মোবাইলের রেশিও প্রয়োগ করতে ভুল করেছে যেখানে সুপ্রিম কোর্ট বলেছিল যে, ডোমেস্টিক আর্বিট্রেশনে যেখানে পক্ষগুলো আর্বিট্রেশনের সীট নির্ধারণ করেছে, সেক্ষেত্রে ঐ আদালতই একমাত্র অধিকারী হবে।

৭. এর বিপরীতে, প্রত্যর্থীর পক্ষে বিদ্বান কৌঁসুলি বলেছিলেন যে যেহেতু ভুবনেশ্বর এবং চেন্নাই উভয় স্থানেই পদক্ষেপের কারণ উত্থাপিত হয়েছে, তাই মাদ্রাজ হাইকোর্ট এবং উড়িষ্যা হাইকোর্ট উভয়েরই তত্ত্বাবধায়ক এখতিয়ার থাকবে। রিলায়েন্সকে ভারত অ্যালুমিনিয়াম কোং বনাম কাইজার অ্যালুমিনিয়াম টেকনিক্যাল সার্ভিসেস ইনকর্পোরেটেড (২০১২) ৯ এসসিসি ৫৫২-এর অনুচ্ছেদ নং (৯৬)-এর উপর রাখা হয়েছিল। এটি জমা দেওয়া হয়েছিল যে অভ্যন্তরীণ সালিশের ক্ষেত্রে, পক্ষগুলি যদি চুক্তিতে আদালতের একচেটিয়া এখতিয়ারের সাথে নিজেকে আবদ্ধ না করে, তবে সালিশের স্থান হিসাবে কেবল "স্থান" উল্লেখ করা সেই আদালতকে একচেটিয়া এখতিয়ার প্রদান করবে না। এটি অনুরোধ করা হয়েছিল যে সালিশের স্থান হিসাবে কেবল "স্থান" উল্লেখ করা ছাড়াও, এখেনে থাকা উচিত

অন্য সহায়ক পরিস্থিতিগুলি যেমন "একা", "একমাত্র", "বিশেষ" ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার অথবা অন্যান্য পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে, তখনই অন্য আদালতের অধিকার, যা অন্যথায় অধিকারী হত, তা বাদ পড়বে। আপত্তিকৃত আদেশটি পর্যালোচনা করে, প্রতিকূল পক্ষের আইনজীবী উপস্থাপন করেছেন যে, শুধুমাত্র "আর্বিট্রেশনের ভেন্যু হবে ভুবনেশ্বর" এই অভিব্যক্তি কোন বিশেষ গুরুত্ব বহন করে না এবং হাই কোর্ট আইনের ধারা ১১(৬) এর অধীনে সঠিকভাবে তার অধিকার প্রয়োগ করে আর্বিট্রেটর নিয়োগ করেছে।

৮. আমরা উভয় পক্ষের জমা দেওয়া বিষয়গুলি যত্ন সহকারে বিবেচনা করেছি এবং বিতর্কিত আদেশ এবং পক্ষগুলির দ্বারা নির্ভর করা রায়গুলি পর্যালোচনা করেছি।

৯. আইনের ধারা ২ (২) অনুসারে, ভারতে যে সালিশগুলি হয় তা আইনের প্রথম অংশ দ্বারা পরিচালিত হয়। যে "আদালত" সালিশের বিষয় গঠনকারী প্রশ্নগুলির সিদ্ধান্ত নেওয়ার এখতিয়ার পাবে তা হল "আদালত" যা আইনের ধারা ২ (১) (ই) দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে যা নিম্নরূপঃ-

২, সংজ্ঞা, (১) এই অংশে, প্রসঙ্গের অন্যথা প্রয়োজন না হলে-

(ঙ) "আদালত" অর্থ-

(i) আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক সালিশ ব্যতীত অন্য কোনও সালিশের ক্ষেত্রে, কোনও জেলার মূল এখতিয়ারের প্রধান দেওয়ানি আদালত, এবং সালিশের বিষয়-বস্তু গঠনকারী প্রশ্নগুলির সিদ্ধান্ত নেওয়ার এখতিয়ার থাকা তার সাধারণ মূল দেওয়ানি এখতিয়ার প্রয়োগ করে উচ্চ আদালতকে অন্তর্ভুক্ত করে, যদি তা কোনও মামলার বিষয়-বস্তু 'এফ' হত, তবে এতে সেই প্রধান দেওয়ানি আদালত বা ছোট কারণের কোনও আদালতের চেয়ে নিকৃষ্ট গ্রেডের কোনও দেওয়ানি আদালত অন্তর্ভুক্ত না থাকত।

(ii) আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক সালিশের ক্ষেত্রে, উচ্চ আদালত তার সাধারণ মূল দেওয়ানি এখতিয়ার প্রয়োগ করে সালিশের বিষয় গঠনকারী প্রশ্নগুলির সিদ্ধান্ত নেওয়ার এখতিয়ার রাখে, যদি এটি কোনও মামলার বিষয় হয়, এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে, সেই হাইকোর্টের অধীনস্থ ডিক্রি বা আদালতের আপিল শোনার এখতিয়ার রয়েছে।

আইনের ধারা ২ (২) অনুসারে, প্রথম অংশটি সমস্ত সালিশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে/যেখানে সালিশের স্থান ভারতে রয়েছে। আইনের ধারা ২ (১) (ই) আইনের প্রথম অংশের প্রসঙ্গে "আদালত" সংজ্ঞায়িত করে এবং সালিশের স্থান পরিচালনা করবে।

১০. বাল্কো মামলায়, সংবিধান বেঞ্চের সামনে প্রশ্নটি উঠেছিল যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক আর্বিট্রেশন যেখানে আর্বিট্রেশনের আইনগত বা বিচারিক সিট ভারত ছাড়িয়ে অন্য কোথাও, সেখানে কি ১৯৯৬ সালের আর্বিট্রেশন এবং সুলাহ আইন, পার্ট-I এর বিধানগুলি প্রযোজ্য হবে, যেমনটি ভাটিয়া ইন্টারন্যাশনাল বনাম বাল্ক ট্রেডিং এস. এ. এবং অন্য (২০০২) ৪ এস. সি. সি ১০৫ মামলায় বলা হয়েছিল। বাল্কো মামলায় সংবিধান বেঞ্চ সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে "যদি আর্বিট্রেশনের আইনগত বা বিচারিক সিট ভারত ছাড়িয়ে অন্য কোথাও হয়, তবে ১৯৯৬ সালের আর্বিট্রেশন এবং সুলাহ আইন, পার্ট-I সেই ধরনের আর্বিট্রেশনের জন্য প্রযোজ্য হবে না; এবং যদি আর্বিট্রেশন চুক্তির কোন ধারা ১৯৯৬ সালের আইনের পার্ট-I কে এমন আর্বিট্রেশনে প্রযোজ্য করতে চায় যেখানে বিচারিক সিট ভারত ছাড়িয়ে অন্য কোথাও, তবে পার্ট-I প্রযোজ্য হবে না যতটুকু তা আর্বিট্রেশন আইনটির সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ।"

১১. বালকো-তে, আদালত আইনের ধারা ২০ (৩)-এর প্রেক্ষাপটে আসন এবং স্থানের মধ্যে পার্থক্য তুলে ধরে। আইনের ধারা ২০ (৩) পক্ষগুলিকে পক্ষগুলির সম্মতিতে যে কোনও জায়গায় সভা, কার্যধারা এবং শুনানি করার অনুমতি দেয়। বালকো-তে, আদালত রায় দিয়েছে যে ভারতে "বসে থাকা" আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক সালিশের ক্ষেত্রে, পক্ষগুলি পারস্পরিক চুক্তির মাধ্যমে ভারতের বাইরে সালিশ প্রক্রিয়া পরিচালনা করতে পারে। তবে, এটি সালিশের আসন পরিবর্তনের প্রভাব ফেলবে না যা ভারতে অব্যাহত থাকবে। আদালত তখন এমন একটি পরিস্থিতির পরিকল্পনা করে যেখানে সালিসি চুক্তি একটি বিদেশী আসন মনোনীত করে এবং সালিসি প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য আইন হিসাবে সালিসি আইন, ১৯৯৬ নির্বাচন করে এবং এই জাতীয় পরিস্থিতিতে, পক্ষগুলির দ্বারা নির্ধারিত স্থানে পরিচালিত সালিশের শুনানি সালিশের আসন পরিবর্তনের প্রভাব ফেলবে না যা ভারতে থাকবে। অনুচ্ছেদ (১০০)-এ, সুপ্রিম কোর্ট নিম্নরূপ রায় দিয়েছেঃ-

> ১০০. সত্য, যে একটি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক সালিশ, ভারতে একটি আসন রয়েছে, ভারতের বাইরে শুনানি প্রয়োজন হতে পারে। এই পরিস্থিতিতে, সালিশের শুনানি পক্ষগুলির দ্বারা নির্ধারিত স্থানে পরিচালিত হবে, তবে সালিশের আসন পরিবর্তনের প্রভাব ফেলবে না যা ভারতে থাকবে।

১ ভারত অ্যালুমিনিয়াম কোম্পানি বনাম কাইজার অ্যালুমিনিয়াম টেকনিক্যাল সার্ভিসেস ইনকর্পোরেটেড (২০১২) ৯ এসসিসি ৫৫২

এই বিষয়ে আইনি অবস্থানের সারসংক্ষেপ করেছেন রেডফার্ন এবং হান্টার, দ্য ল অ্যান্ড প্র্যাকটিস অফ ইন্টারন্যাশনাল কমার্শিয়াল আরবিট্রেশন (১৯৮৬)-এর ৬৯ পৃষ্ঠায় "দ্য প্লেস অফ আরবিট্রেশন" শিরোনামে নিম্নলিখিত অংশেঃ

এটি, আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে, ব্যবহারিক বিবেচনার সঠিক বর্ণনা এবং "আসন" [ধারা ২০ (১) এবং ২০ (২)] এবং "স্থান" [ধারা ২০ (৩)]-এর মধ্যে পার্থক্য। আমরা এখানে উল্লেখ করতে পারি যে "আসন" এবং "স্থান"-এর মধ্যে পার্থক্যটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে, সালিশ চুক্তিটি কোনও বিদেশকে সালিশের "আসন"/"স্থান" হিসাবে মনোনীত করে এবং সালিশ আইন, ১৯৯৬-কে সালিশ কার্যধারা পরিচালনাকারী ক্যুরিয়াল আইন/আইন হিসাবে নির্বাচন করে। এটি পৃথক চুক্তি নির্মাণের বিষয় হবেঃ

> " (i) মনোনীত বিদেশী" "আসন" "কে আসলে শুধুমাত্র একটি" "স্থান" "/" "স্থান" "প্রদান করা হবে যেখানে শুনানি অনুষ্ঠিত হবে, সালিসি আইন, ১৯৯৬-এর ক্যুরিয়াল আইন হিসাবে পছন্দের পরিপ্রেক্ষিতে, অথবা "
>
> (ii) একটি বিদেশী আসনের নির্দিষ্ট পদবি, যা অপরিহার্যভাবে সেই দেশের সালিশ/ক্যুরিয়াল/আইনের পছন্দ বহন করে, সালিশ আইন, ১৯৯৬-এর পক্ষগুলির দ্বন্দ্বমূলক নির্বাচন পছন্দকে প্রাধান্য দেবে এবং অন্তর্ভুক্ত করবে।

শুধুমাত্র যদি পক্ষগুলির চুক্তি ভারতে সালিশের 'আসন'/'স্থান' প্রদানের জন্য বিবেচিত হয়-তবেই সালিশ আইন, ১৯৯৬-এর প্রথম অংশ প্রযোজ্য হবে। যদি চুক্তিটি ভারতের বাইরে 'আসন'/'স্থান' প্রদানের জন্য অনুষ্ঠিত হয়, তবে প্রথম অংশটি আসনের সালিশ আইনের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ পরিমাণে প্রয়োগযোগ্য হবে, এমনকি যদি চুক্তিটি প্রদান করে যে সালিশ আইন, ১৯৯৬ সালিশ কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

১২. আগে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, আইনের ২ (১) (ই) ধারায় "মামলাটির বিষয়" শব্দটির পরিপ্রেক্ষিতে "আদালত"-কে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। আইনের ২ (১) (ই) ধারা অনুসারে, যদি "মামলার বিষয়" দুটি বা ততোধিক আদালতের সালিসী এখতিয়ারের মধ্যে অবস্থিত হয়, তবে পক্ষগুলি উপযুক্ত আদালতের মধ্যে একটিতে এখতিয়ার সীমাবদ্ধ রাখতে সম্মত হতে পারে। বালকোর অনুচ্ছেদ (৯৬)-এ সুপ্রিম কোর্ট বলেছিল যে "বিষয়-বস্তু" শব্দটি

আইনের ২ (১) (ই) ধারায় বলা হয়েছে, সালিশ প্রক্রিয়ার উপর তত্ত্বাবধায়ক নিয়ন্ত্রণকারী আদালতকে চিহ্নিত করা। সুপ্রিম কোর্ট বলেছে যে, আইনের ২ (১) (ই) ধারার বিধানগুলি আইনের ২০ ধারার সঙ্গে মিলিয়ে পড়তে হবে যা সালিশের স্থান হিসাবে পক্ষগুলির স্বায়ত্তশাসনকে স্বীকৃতি দেয়। বালকো-র অনুচ্ছেদ নং (৯৬)-এর পর্যবেক্ষণগুলি আইনের ১ম অংশ দ্বারা পরিচালিত সালিশ সম্পর্কিত যেখানে ভারতে "সালিশের স্থান" নিম্নরূপঃ-

> "৯৬..... আমরা মতামত দিচ্ছি, সালিশের বিষয়-বস্তু" শব্দটিকে "মামলার বিষয়-বস্তু"-এর সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা যাবে না। ধারা ২ (১)-এর "বিষয়-বস্তু" শব্দটি ১ম অংশে সীমাবদ্ধ। বিরোধ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ার সঙ্গে এর একটি উল্লেখ এবং সংযোগ রয়েছে। এর উদ্দেশ্য হল সালিশ প্রক্রিয়ার উপর তত্ত্বাবধায়ক নিয়ন্ত্রণ থাকা আদালতগুলিকে চিহ্নিত করা। অতএব, এটি এমন একটি আদালতকে বোঝায় যা মূলত সালিশ প্রক্রিয়ার কেন্দ্রস্থলের আদালত হবে। আমাদের মতে, ধারা ২ (১) (ই)-এর বিধানটি ধারা ২০-এর বিধানগুলির পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা করতে হবে যা দলের স্বায়ত্তশাসনকে স্বীকৃতি দেয়। আবেদনকারীদের জন্য বিদ্বান কৌঁসুলি দ্বারা প্রস্তাবিত সংকীর্ণ গঠন গ্রহণ করা প্রকৃতপক্ষে ধারা ২০-কে অযৌক্তিক করে তুলবে। আমাদের দৃষ্টিতে, আইনসভা ইচ্ছাকৃতভাবে দুটি আদালতকে এখতিয়ার দিয়েছে। যে আদালতের এখতিয়ার থাকবে যেখানে পদক্ষেপের কারণ অবস্থিত এবং যে আদালতগুলিতে সালিশ অনুষ্ঠিত হয়। এটি প্রয়োজনীয় ছিল কারণ অনেক ক্ষেত্রে চুক্তিটি এমন কোনও জায়গায় সালিশের আসন সরবরাহ করতে পারে যা উভয় পক্ষের পক্ষে নিরপেক্ষ হবে। অতএব, যে আদালতগুলিতে সালিশ হয় তাদের সালিশ প্রক্রিয়ার উপর তত্ত্বাবধায়ক নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, যদি দিল্লিতে সালিশ অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে কোনও পক্ষই দিল্লি থেকে নয়, (দিল্লি মুম্বাই থেকে কোনও পক্ষ এবং কলকাতা থেকে অন্য পক্ষের মধ্যে নিরপেক্ষ স্থান হিসাবে নির্বাচিত হয়েছে) এবং দিল্লিতে বসে থাকা ট্রাইব্যুনাল সালিশ আইন, ১৯৯৬-এর ১৭ ধারার অধীনে একটি অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ পাস করে, তবে ধারা ৩৭-এর অধীনে এই ধরনের অন্তর্বর্তীকালীন আদেশের বিরুদ্ধে আপিল অবশ্যই দিল্লির আদালতগুলিতে থাকতে হবে কারণ সালিশ কার্যধারা এবং ট্রাইব্যুনালের উপর তত্ত্বাবধায়ক এখতিয়ার রয়েছে। এটি এই সত্য নির্বিশেষে হবে যে চুক্তির অধীনে সম্পাদিত বাধ্যবাধকতাগুলি মুম্বাই বা কলকাতায় সম্পাদন করতে হবে এবং শুধুমাত্র দিল্লিতে সালিশ অনুষ্ঠিত হবে। এই পরিস্থিতিতে,

উভয় আদালতেরই এখতিয়ার থাকবে যে আদালতের এখতিয়ারের মধ্যে মামলার বিষয়-বস্তু অবস্থিত এবং যে আদালতগুলির এখতিয়ারের মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তি অর্থাৎ সালিশ অবস্থিত।

অনুচ্ছেদ নং (৯৬) -এর উপরের পর্যবেক্ষণগুলি এই প্রসঙ্গে যে অনেক ক্ষেত্রে চুক্তি এমন কোনও জায়গায় সালিশের স্থানের ব্যবস্থা করতে পারে যা উভয় পক্ষের পক্ষে নিরপেক্ষ হবে। এই পরিস্থিতিতে দেখা গেছে যে দুটি আদালতের এখতিয়ার থাকবে যা সেই আদালত যার এখতিয়ারের মধ্যে মামলাটির "বিষয়-বস্তু" অবস্থিত এবং যে আদালতের এখতিয়ারের মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তি ১. অর্থাৎ সালিশের "স্থান" অবস্থিত।

১৩. আইনের ধারা ২০ অনুসারে, পক্ষগুলি সালিশের স্থানের বিষয়ে একমত হতে স্বাধীন। দুই বা ততোধিক উপযুক্ত আদালতের মধ্যে যে আদালতের এখতিয়ার রয়েছে সেই আদালত বেছে নেওয়ার প্রেক্ষাপটে পক্ষের স্বায়ত্তশাসনকে বোঝাতে হবে। স্বস্তিক গ্যাস (পি) লিমিটেড বনাম ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিমিটেড (২০১৩) ৯ এস. সি. সি ৩২-এর তিন বিচারপতির বেঞ্চের সিদ্ধান্তে এটি স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। উক্ত মামলায়, উত্তরদাতা-ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিমিটেড মেসার্সকে নিয়োগ করেছে। রাজস্থানের জয়পুরে অবস্থিত স্বস্তিক গ্যাস (পি) লিমিটেড তাদের চালান প্রতিনিধি হিসাবে। পক্ষগুলির মধ্যে বিরোধ দেখা দিয়েছিল কারণ আবেদনকারীর দ্বারা প্রচুর পরিমাণে লুব্রিকেন্টের স্টক বিক্রি করা যায়নি এবং সেগুলি সৌহার্দ্যপূর্ণভাবে সমাধান করা যায়নি। উক্ত বিষয়ে, পক্ষগুলির মধ্যে চুক্তির ১৮ নং ধারায় বলা হয়েছে যে চুক্তিটি কলকাতার আদালতের এখতিয়ারের সাপেক্ষে হবে। আবেদনকারী-স্বস্তিক ১৮ নং ধারা-সালিশ ধারা আহ্বান করে সালিশকারী নিয়োগের জন্য রাজস্থান হাইকোর্টে আইনের ১১ (৬) ধারার অধীনে আবেদন দায়ের করেন। এই বিষয়ে রাজস্থান হাইকোর্টের আঞ্চলিক এখতিয়ারের অভাবের আবেদন উত্থাপন করে স্বস্তিকের করা আবেদনের বিরোধিতা করেন। ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশনের আবেদন ছিল যে চুক্তিটি কলকাতা ও রাজস্থান হাইকোর্টের আদালতের এখতিয়ারের সাপেক্ষে করা হয়েছে এবং আইনের ১১ (৬) ধারার অধীনে আবেদনটি মোকাবেলায় আঞ্চলিক এখতিয়ারের অভাব রয়েছে। মনোনীত বিচারক বলেন যে, রাজস্থান হাইকোর্টের এই আইনের ১১ (৬) ধারার অধীনে আবেদনটি গ্রহণ করার আঞ্চলিক এখতিয়ার নেই এবং স্বস্তিককে কলকাতা হাইকোর্টে সালিশ আবেদন দায়ের করার স্বাধীনতা দিয়েছে যে আদেশটি সুপ্রিম কোর্টে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল। উল্লেখ করে যে "একা", "শুধুমাত্র", "একচেটিয়া" বা "একচেটিয়া এখতিয়ার" এর মতো শব্দগুলি ব্যবহার করা হয়নি

চুক্তি এবং এই ধরনের শব্দের ব্যবহার নির্ণায়ক নয় এবং এই ধরনের/শব্দের ব্যবহার না করা চুক্তির ১৮ ধারা থাকার মাধ্যমে পক্ষগুলির অভিপ্রায় সম্পর্কে কোনও বস্তুগত পার্থক্য তৈরি করে না যে কলকাতার আদালতগুলির এখতিয়ার থাকবে, সুপ্রিম কোর্ট নিম্নরূপ রায় দিয়েছেঃ-

> "৩১. তাত্ক্ষণিক ক্ষেত্রে, আপিলকারী বিতর্ক করেন না যে কলকাতায় পদক্ষেপের কারণের অংশ উত্থাপিত হয়েছে। আপিলকারী যা বলেছেন তা হল 'জয়পুরেও পদক্ষেপের কারণের অংশ উত্থাপিত হয়েছে এবং তাই, রাজস্থান হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি বা মনোনীত বিচারপতির ১১ ধারার অধীনে সালিসকারী নিয়োগের জন্য আপিলকারীর করা আবেদন বিবেচনা করার এখতিয়ার রয়েছে। কোডের ধারা ২০ (সি) এর সাথে পঠিত ১৯৯৬ আইনের ধারা ১১ (১২) (খ) এবং ধারা ২ (ই) বিবেচনা করে, কোনও সন্দেহ নেই যে প্রধান বিচারপতি বা রাজস্থান হাইকোর্টের মনোনীত বিচারপতির এই বিষয়ে এখতিয়ার রয়েছে। প্রশ্নটি হল। চুক্তির ১৮ ধারার ভিত্তিতে পক্ষগুলি অন্য কথায় জয়পুরের আদালতের এখতিয়ার বাদ দিতে সম্মত হয়েছে কিনা, চুক্তির ১৮ ধারার পরিপ্রেক্ষিতে রাজস্থান হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির এখতিয়ার বাদ দেওয়া হয়েছে কিনা?
>
> ৩২. উপরের প্রশ্নের উত্তরের জন্য, আমাদের চুক্তির এখতিয়ার ধারার প্রভাব দেখতে হবে যা প্রদান করে যে চুক্তিটি কলকাতার আদালতের এখতিয়ারের সাপেক্ষে হবে। এটি একটি সত্য যে চুক্তিতে এখতিয়ারের ধারার জন্য "একা" শুধুমাত্র "," একচেটিয়া "বা" একচেটিয়া এখতিয়ার "এর মতো শব্দগুলি ব্যবহার করা হয়নি তবে এটি আমাদের দৃষ্টিতে সিদ্ধান্তমূলক নয় এবং কোনও বস্তুগত পার্থক্য করে না। পক্ষগুলির অভিপ্রায়-চুক্তিতে ১৮ ধারা থাকার মাধ্যমে-স্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীন যে কলকাতার আদালতগুলির এখতিয়ার থাকবে যার অর্থ হল শুধুমাত্র কলকাতার আদালতগুলির এখতিয়ার থাকবে। এটি ১ কারণ এখতিয়ারের ধারা নির্মাণের জন্য, চুক্তির ১৮ ধারার মতো, এক্সপ্রেসিও ইউনিয়াস ইস্ট এক্সক্লুসিও. অল্টেরিয়াস কার্যকর হয় কারণ এর বিপরীতে নির্দেশ করার মতো কিছুই নেই। এই আইনি উক্তিটির অর্থ হল একটির অভিব্যক্তি অন্যটিকে বাদ দেওয়া। একটি বিধান তৈরি করে যে চুক্তিটি কলকাতার আদালতের এখতিয়ারের সাপেক্ষে, পক্ষগুলি অন্তর্নিহিতভাবে অন্যান্য আদালতের এখতিয়ারকে বাদ দিয়েছে। যেখানে চুক্তিটি একটি নির্দিষ্ট স্থানে আদালতের এখতিয়ার নির্দিষ্ট করে এবং এই জাতীয় আদালতের বিষয়টি মোকাবেলা করার এখতিয়ার রয়েছে, আমরা মনে করি যে

একটি অনুমান করা যেতে পারে যে পক্ষগুলি অন্য সমস্ত আদালতকে বাদ দিতে চায়। এই ধরনের একটি ধারা চুক্তি আইনের ২৩ ধারা দ্বারা মোটেও প্রভাবিত হয় না। এই ধরনের ধারা আইন দ্বারা নিষিদ্ধ নয় বা জনসাধারণের নীতির বিরুদ্ধেও নয়। এটি চুক্তি আইনের ২৮ ধারাকে কোনওভাবেই আঘাত করে না।

৩৩. হাকাম সিং বনাম গ্যামন ইন্ডিয়া লিমিটেড (১৯৭১) ১ এস. সি. সি ২৮৬, এ. বি. সি. ল্যামিনার্ট প্রাইভেট লিমিটেড বনাম এ. বি. সি. এজেন্সিজ (১৯৮৯) ২ এস. সি. সি ১৬৩, আর. এস. ডি. ভি. ফিনান্স কর্পোরেশন প্রাইভেট লিমিটেড বনাম শ্রী বল্লভ গ্লাস ওয়ার্কস লিমিটেড (১৯৯৩) ২ এস. সি. সি ১৩০, অ্যাঞ্জাইল ইনসুলেশন বনাম ডেভি আশোমোর ইন্ডিয়া লিমিটেড (১৯৯৫) ৪ এস. সি. সি ১৫৩, শ্রীরাম সিটি ইউনিয়ন ফিনান্স কর্পোরেশন লিমিটেড বনাম রামা মিশ্র (২০০২) ৯ এস. সি. সি ৬১৩, হানিল ইরা টেক্সটাইল লিমিটেড বনাম পুরোম্যাটিক ফিল্টার প্রাইভেট লিমিটেড (২০০৪) ৪ এস. সি. সি ৬৭১ এবং বালাজি কোক ইন্ডাস্ট্রি প্রাইভেট লিমিটেড বনাম ভাগবতী প্রাইভেট লিমিটেড (২০০৯)-এ এই আদালতের সিদ্ধান্ত থেকে উপরোক্ত দৃষ্টিভঙ্গি সমর্থন পায়।

১৪. স্বস্তিকে সুপ্রিম কোর্ট বলেছিল যে চুক্তির (১৮) ধারার মতো ধারাটি চুক্তি আইনের ২৩ ধারা দ্বারা প্রভাবিত হবে না এবং এটি আইন দ্বারা নিষিদ্ধ নয় বা এটি জননীতি বিরোধীও নয়। এটি এমনভাবে বলা হয়েছিল যে আইনের ২০ ধারা অনুসারে পক্ষগুলি সালিশের স্থান বেছে নিতে স্বাধীন। এই "দলীয় স্বায়ত্তশাসন" কে আইনের ২ (১) (ই) ধারার অধীনে উপযুক্ত এখতিয়ারযুক্ত দুই বা ততোধিক আদালতের মধ্যে একটি আদালত বেছে নেওয়ার প্রেক্ষাপটে ব্যাখ্যা করতে হবে।

১৫. ইন্ডাস মোবাইল ডিস্ট্রিবিউশন (পি) লিমিটেড বনাম ডাটওয়াইন্ড ইনোভেশনস (পি) লিমিটেড এবং অন্যান্যদের (২০১৭) ৭ এস. সি. সি. ৬৭৮-এর ক্ষেত্রে "আসন" এবং "সালিশের স্থান"-এর মধ্যে আন্তঃক্রিয়া বিবেচনার জন্য উত্থাপিত হয়েছিল। বালকো, এনারকন (ইন্ডিয়া) লিমিটেড এবং অন্যান্যদের উল্লেখ করার পরে। এনারকন জি. এম. বি. এইচ এবং অন্যটি (২০১৪) ৫ এস. সি. সি ১ এবং রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড এবং অন্যটি বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া (২০১৪) ৭ এস. সি. সি. ৬০৩ এবং আইন কমিশনের প্রতিবেদন অনুসারে আইনের সংশোধনী, বিচারপতি নরিম্যানের পক্ষে কথা বলার সময়ঃ-

১৮. সংশোধিত আইনে অবশ্য উপরোক্ত সংশোধনীগুলি নেই, সম্ভবত কারণ বালকো (২০১২) ৯ এসসিসি ৫৫২ র রায়ে কোনও অনিশ্চিত শর্ত ছাড়াই আইনের ২ (২) ধারার উদ্দেশ্যে "স্থান" কে "আইনী আসন" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এটি আরও স্পষ্ট করে দিয়েছে যে ২০ (১) এবং ২০ (২) ধারায় যেখানে "স্থান" শব্দটি

ব্যবহৃত, "আইনী আসন" বোঝায়, যেখানে ধারা ২০ (৩)-এ, শব্দ/"স্থান" গুলি "স্থান"-এর সমতুল্য। এটি নিষ্পত্তি হওয়া আইন হওয়ায়, সুপ্রিম কোর্টের সাংবিধানিক বেঞ্চ ইতিমধ্যে আইনটি নির্মাণের মাধ্যমে যা করেছে তা স্পষ্টভাবে অন্তর্ভুক্ত করা অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করা হয়েছিল।

১৯. উপরোক্ত সমস্ত বিধানের একটি পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে আসনটি মনোনীত হওয়ার মুহূর্তে 'পি' একটি একচেটিয়া এখতিয়ার ধারার সমতুল্য। বর্তমান মামলার তথ্যে, এটি স্পষ্ট যে সালিশের আসন মুম্বাই এবং ১৯ ধারা আরও স্পষ্ট করে দেয় যে এখতিয়ার একচেটিয়াভাবে মুম্বাই আদালতে নিহিত। সালিশ আইনের অধীনে, দেওয়ানি কার্যবিধির বিপরীতে যা আদালতে দায়ের করা মামলাগুলির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, 'আসন'-এর একটি রেফারেন্স এমন একটি ধারণা যার দ্বারা সালিশ ধারার পক্ষগুলি একটি নিরপেক্ষ স্থান বেছে নিতে পারে। নিরপেক্ষ স্থানটির শাস্ত্রীয় অর্থে এখতিয়ার নাও থাকতে পারে-অর্থাৎ। পদক্ষেপের কারণের কোনও অংশই নিরপেক্ষ স্থানে উত্থাপিত হতে পারে না এবং দেওয়ানী কার্যবিধির ১৬ থেকে ২১ ধারার কোনও বিধানও আকৃষ্ট হবে না। তবে, উপরে যেমন বলা হয়েছে, সালিশ আইনে 'আসন' -এর মুহূর্তে নির্ধারণ করা হয়েছে যে আসনটি মুম্বাইতে রয়েছে, পক্ষগুলির মধ্যে চুক্তি থেকে উদ্ভূত সালিশ কার্যধারা নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে মুম্বাই আদালতগুলিকে একচেটিয়া এখতিয়ার প্রদান করবে।

২০. এটা সুস্পষ্ট যে, যেখানে একাধিক আদালত বিচারিক ক্ষমতা রাখে, তখন পক্ষগুলো অন্য সমস্ত আদালতকে বাদ দিতে পারে। মামলাটি বিশদভাবে বিশ্লেষণ করার জন্য, দেখুন স্বস্তিক গ্যাসেস (পি) লিমিটেড বনাম ইন্ডিয়ান অইল কর্পোরেশন লিমিটেড (২০১৩) ৯ এস সি সি ৩২। এটি সাম্প্রতিক একটি রায়ে অনুসরণ করা হয়েছে বি. ই. সিমোয়েজ ভন স্টারাবার্গ নিডেন্থাল বনাম ছত্তিশগড় ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড (২০১৫) ১২ এস. সি. সি. ২২৫ । উপরোক্ত বিষয়গুলি বিবেচনায় নিয়ে, এটি স্পষ্ট যে মুম্বই আদালতগুলিরই একচেটিয়া বিচারিক ক্ষমতা রয়েছে এবং দেশের অন্যান্য সমস্ত আদালতকে বাদ দেওয়া হয়েছে, যেহেতু আর্বিট্রেশনের আইনগত সিট মুম্বই। এই অবস্থায়, আপত্তিকর রায়টি বাতিল করা হলো। [আন্ডারলিনিং জগ করা হল]

১৬. যেখানে চুক্তিটি একটি নির্দিষ্ট স্থানে আদালতের এখতিয়ার নির্দিষ্ট করে, সেখানে কেবলমাত্র এই ধরনের আদালতের 'বিষয় এবং অন্যান্য সমস্ত আদালতকে বাদ দেওয়ার উদ্দেশ্যে পক্ষগুলি নিয়ে কাজ করার এখতিয়ার থাকবে। বর্তমান ক্ষেত্রে, পক্ষগুলি সম্মত হয়েছে যে সালিশের' স্থান 'হবে ভুবনেশ্বরে

সালিশের স্থান হিসাবে ভুবনেশ্বর, পক্ষগুলির অন্য সমস্ত আদালতকে বাদ দেওয়ার অভিপ্রায়। স্বস্তিকে যেমন বলা হয়েছে, "একচেটিয়া এখতিয়ার", "শুধুমাত্র", "একচেটিয়া", "একা" এর মতো শব্দের ব্যবহার নির্ণায়ক নয় এবং কোনও বস্তুগত পার্থক্য করে না।

১৭. যখন পক্ষগুলি ভুবনেশ্বরে টিএম সালিশের "স্থান" রাখতে সম্মত হয়, তখন মাদ্রাজ হাইকোর্ট আইনের ১১ (৬) ধারার অধীনে এখতিয়ার গ্রহণ করতে ভুল করে। যেহেতু শুধুমাত্র উড়িষ্যা হাইকোর্টের আইনের ১১ (৬) ধারার অধীনে দায়ের করা পিটিশন গ্রহণ করার এখতিয়ার থাকবে, তাই বিতর্কিত আদেশটি বাতিল করা যেতে পারে।

১৮, ফলস্বরূপ, মাদ্রাজ হাইকোর্টের ২০১৮ সালের ওপি নং, ৩৯৮ তারিখের ০২.১১.২০১৮-এর বিতর্কিত আদেশটি বাতিল করে দেওয়া হয় এবং এই আপিল অনুমোদিত হয়। পক্ষগুলি সালিসকারী নিয়োগের জন্য উড়িষ্যা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হওয়ার স্বাধীনতা রাখে।

দিব্যা পান্ডে *আপিল অনুমোদিত।*

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Arka Sadhu